দৈনন্দিন জীবনে নারীর ভাষার ব্যবহার - একুশ শতকের বাঙালি নারীর আখ্যান

ডঃ চন্দ্রাবলী দত্ত ,
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সমাজতত্ত্ব বিভাগ,
হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন,
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা

প্রস্তাবনা

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ভাষার ব্যবহার-কেন্দ্রিক কাজ সীমিত। উপরন্তু ভাষার ব্যবহার যে বিভিন্ন সামাজিক উপাদান বা বিধেয় দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে সেই সংক্রান্ত আলোচনাও যথেষ্টই কম। কিন্তু যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম রূপে এবং সংস্কৃতির প্রধান ধারক ও বাহক রূপে ভাষার স্বতন্ত্রতা তথা অনন্য অস্তিত্ব সমাজতাত্ত্বিক তথা সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিকরা অস্বীকার করতে পারেননি। ভাষা সামাজিক লিঙ্গ ও শ্রেণী দ্বারা অনেকাংশেই প্রভাবিত হয় এবং পশ্চিমী দেশগুলিতে সেই বিষয়ে গবেষণা কার্যের সংখ্যাও প্রচুর। কিন্তু ভারতবর্ষে এধরনের গবেষণার সীমিত সংখ্যা এই প্রবন্ধটি লেখার অন্যতম কারণ। গুণগত পদ্ধতিতে সংগঠিত এই গবেষণাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাষাকে একটি সামাজিক নির্মাণ রূপে উপস্থাপন করে ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে সামাজিক লিঙ্গ ও শ্রেণীর সম্পর্ক উন্মোচন করা। ৮০ জন বাঙালী নারীর মধ্যে সংগঠিত এই গবেষণার মধ্যে সাম্প্রতিক কলকাতায় বাঙালী নারীদের দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মূল শব্দসমূহ ঃ ভাষা, সামাজিক-লিঙ্গ, শ্রেণী, দৈনন্দিন-জীবন, সামাজিক নির্মাণ।

সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত চর্চা যথেষ্ট সীমিত। সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের কোনো ব্যাখ্যা যেখানে ভাষার ব্যবহার, তার অলংকার, ছন্দ ইত্যাদি ছাড়া অসম্পূর্ণ সেখানে সমাজতত্ত্বের পরিধিতে ভাষার ব্যবহার আশানুরূপ গুরুত্ব না-পাওয়া, হয়তো বিষয়টির সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে।

ভাষা আমাদের মনুষ্য জীবনের এক এমন অনন্য উপাদান যা পারস্পরিক যোগাযোগ তথা সমাজতত্ত্বের ভাষায় মিথস্ক্রিয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। আমাদের চিন্তন তথা কল্পনাশক্তিকে ব্যক্ত করার যথাযথ মাধ্যম হল ভাষা, যা আবার আমাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রূপে সমাদৃত। ভাষা তা সে কথ্য বা লিখিত যাই হোক না কেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই হয়তো প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় সমাজতত্ত্ব তাকে অনেকাংশেই প্রান্তিক স্থানে আবদ্ধ রেখেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আশা করা যায় এই প্রবন্ধটি পূর্বের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নতুন ভাবে চিন্তা করার প্রয়াস সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে তথা সমাজতত্ত্বের ছাত্রছাত্রীদের কাছে উত্থাপন করতে পারবে। আসলে সমাজতত্ত্বের একজন অনুরাগী হিসেবে সব সময় এটা অনুভূত হয়েছে যে দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে বা এমন বহু বিষয় থাকে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না এবং খুব স্বভাবজাত ভঙ্গিতেই আমরা তাকে নিশ্চিত ভাবে ধরে নিয়ে বিভিন্ন কাজ করে থাকি। তাই এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে ভাষা কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রতিফলিত, প্রভাবিত করে সেই বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাত্ত্বিক ও বাস্তব-জ্ঞান সমন্বিত আলোচনা দ্বারা এই প্রবন্ধটিকে যথাযথ রূপদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

দৈনন্দিন জীবন বা সমাজতত্ত্বে "Everyday Life" নামে পরিচিত বিশেষ কিছু সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব অর্জন করেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল শিকাগো স্কুল-এর বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ জর্জ হার্বার্ট মীড ও হারবার্ট ব্লুমারের প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ বা Symbolic Interactionism-এর উল্লেখযোগ্য অবদান। তাদের রচনায় যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো প্রতিদিনের জীবনে কিভাবে মুখোমুখি যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এছাড়া আরভিং গফম্যানের Dramaturgical দৃষ্টিভঙ্গিতেও লক্ষ্য করা যায় যে, আমাদের সামাজিক জীবন, নাটকের অধ্যায়-এর মতো, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা জিনিসের মধ্যে দিয়ে অবিরাম নির্মিত হতে থাকে। আর এক্ষেত্রে ভাষা স্বভাবতই এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। উপরন্তু, বিপরীত দিক থেকে দেখলে একথা বলাবাহুল্য যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কার্যাবলী ও ঘটনা ভাষার সামাজিক নির্মাণকে এক গুরুত্বপূর্ণ রূপ দান করে এবং আমাদের ভাষার শিক্ষা ও ব্যবহার কিন্তু অনেকাংশেই আমাদের সামাজিক জীবন, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরেকটি তত্ত্বের উল্লেখও একান্তভাবে প্রয়োজন। তা হল আলফ্রেড শুত্জ-এর "Life World" সংক্রান্ত তত্ত্ব যেখানে তিনি দৈনন্দিন জীবনের বিষয় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষা (Language) ও ভাষাগত যোগাযোগ (Linguistic Communication)-এর উল্লেখ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি ভাষার মাধ্যমে (সোশ্যাল রিয়েলিটি) সামাজিক বাস্তব কিভাবে নির্মিত হয় সে সম্পর্কে অধিক

গুরুত্ব দেননি এবং সেখানেই বার্জার ও লুকম্যান তাদের বক্তব্যের জন্য অধিক সমাদৃত। বার্জার ও লুকম্যান এর প্রাথমিক গুরুত্ব ছিল বাস্তবের বা বাস্তব জীবনের সামাজিক নির্মাণের ওপর অর্থাৎ আমাদের প্রতিদিনের জীবন, বাস্তব কিভাবে সামাজিকভাবে নির্মিত হয় সেই বিষয়টি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছিল।

এযাবত হওয়া আলোচনা থেকে এই বিষয়টি উদ্ভূত হয় যে ভাষা কখনোই কোনো প্রদত্ত বিষয় নয়, তা একটি সামাজিক নির্মাণ বা "social construction", অর্থাৎ ভাষার নির্মাণে সামাজিক বিভিন্ন বিষয় যেমন শ্রেণী, লিঙ্গ, যৌনতা, নৃকুল সত্তা ইত্যাদি ও আরো কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই তাত্ত্বিক আলোচনায় এখনো পর্যন্ত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ভাষা ও আরো বিশদে বললে ভাষার ব্যবহার-এর সঙ্গে সামাজিক বিষয় সমূহের সম্পর্কের প্রসঙ্গে সমাজ ভাষাবিজ্ঞান বা ভাষাতত্ত্ব Linguistics-এর তত্ত্বগুলো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। আর এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য যেহেতু বাঙালি নারীর ভাষার ব্যবহার তাই ভাষার ব্যবহারে লিঙ্গ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে ও ব্যক্তির সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণে ভাষার গুরুত্ব কতটা এই বিষয়গুলি নির্ধারণে সমাজ ভাষাতত্ত্বের (sociolinguistics) তত্ত্বগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

নারীদের ভাষার ব্যবহার তথা লিঙ্গ-ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা ইউরোপ-আমেরিকাসহ অধিকাংশ পশ্চিমী দেশগুলিতে এই বিগত পাঁচ দশক ধরে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তুলনায় ভারতবর্ষে সেই বিষয়ে গবেষণার পরিমাণ অত্যন্ত সীমিত। সেই কারণে পশ্চিমী তাত্ত্বিকদের তত্ত্বগুলির প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক।

নারীর ভাষার ব্যবহার তথা তার ভাষা যে পৃথক হতে পারে প্রথম বলেছিলেন রবিন ল্যাকফ (Robin Lakoff) 1975 সালে প্রকাশিত গ্রন্থ "Language and Woman's Place" এ। এই গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছিলেন যে Gendar Inaquality বা লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে ভাষা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি প্রতিটি সমাজেই নারীর পৃথক ভাষার অস্তিত্বের কথা বর্ণনা করেন এবং তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন "empty adjectives, tag questions, hedges, intesifiers, superpolite forms" ইত্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। লেখক আরো বলেন যে নারীদের ভাষা অনেক বেশি মার্জিত বা (refined) হয় এবং তাদের ভাষায় তথাকথিত কটূক্তি গালাগালি ইত্যাদি কম থাকে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরেকটি বিষয় তুলে ধরেন যে প্রথাগতভাবে নারীরা যদি তাদের তথাকথিত পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার না করে বা তাদের কাঙ্ক্ষিত উপযুক্ত নারীসুলভ ভাষা ব্যবহার না করে তাহলে তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আবার সেই নারীরাই যদি নিজেদের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত নারীসুলভ ভাষা ব্যবহার করে তাহলে অনেকাংশেই তাদের বুদ্ধিহীন অযোগ্য বলে মনে করা হয়। তথাকথিত প্রচলিত পুরুষসুলভ ভাষার ব্যবহার যদি নারীদের মধ্যে দেখা যায় তাহলে তারা চরম তিরস্কার-এর শিকার হয়। সুতরাং তিনি মনে করতেন যে এই সবকিছুর মধ্যে দিয়ে এটাই প্রতিফলিত হয় যে আমাদের সমাজের ও সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এতটাই বেশি যে তা আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং কাজকর্মে প্রতিফলিত হয়। ল্যাকফ এর তত্ত্ব যাকে Deficit Theory বলা হয় পরবর্তী তাত্ত্বিকদের দ্বারা সমালোচিত

হয়েছিল। তাকে নারীদের ভাষাকে 'ক্ষমতাহীন ভাষা' বা Powerless Language বলার জন্য নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী তাত্ত্বিকরা যেমন জিমারম্যান, ক্যান্ডেস ওয়েস্ট প্রমুখরা ভাষা ও লিঙ্গবৈষম্যকে কিছুটা অন্য আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে পুরুষদের তুলনায় নারীদের ভাষায় 'সম্ভাব্য' বা tentative বিষয়ে অধিক লক্ষ্য করা যায়, যার প্রধান কারণ হলো শৈশব থেকে এক লিঙ্গ-সামাজিকীকরণ প্রত্যক্ষ করা ও দৈনন্দিন জীবনে সেই প্রভাবগুলি অনুভব করা। তাঁরা এ কথাও বলেছিলেন যে সমাজে নারীদের Oppressed group রূপে দেখা হয় এবং নারী ও পুরুষের ভাষাগত পার্থক্যের জন্য পুরুষের আধিপত্য তথা শাসন ও নারীর আত্মসমর্পণকে দায়ী করা হয়। তাঁদের মতে ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রবণতাই পুরুষের হাতে অধিক ক্ষমতা তুলে দেয়। অর্থাৎ পিতৃতন্ত্রের অন্তর্নিহিত পরিস্থিতি এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে।

এরপর স্বনামধন্য গবেষক তথা তাত্ত্বিক ডেবরা ট্যানেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ''ইউ জাস্ট ডোন্ট আন্ডারস্টান্ড'' (1990)-এ বলেন যে নারী ও পুরুষ পৃথক উপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ও অনুসরণকারী। জন্মের পর থেকেই তারা পৃথকভাবে বড় হয়ে ওঠে তথা পৃথক সামাজিকীকরণ প্রত্যক্ষ করে। এই কারণে সব ক্ষেত্রেই পার্থক্য বা বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং ভাষাও কোনো ব্যতিক্রম নয়। নারী পুরুষ আলাদা কথা বলার ধরন শুনে বড় হয় এবং পরবর্তীকালে নিজেদের জীবনেও তারা তাই অনুসরণ করে থাকে। তিনি কিছু বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন, যেমন পুরুষদের কথায় ও ভাষায় আদেশ দেওয়ার প্রবণতা থাকে, তারা তাদের ভাষার মাধ্যমে দমনমূলক প্রবণতা ও আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। অন্যদিকে তিনি দেখিয়েছেন নারীদের ভাষায় প্রধানত একটা বোঝাপড়ার প্রবণতা থাকে, তারা আদেশ বা নির্দেশের পরিবর্তে কোন কিছুর প্রস্তাব দেওয়াতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ট্যানেন পুরুষদের ভাষা ও কথা-বলাকে Report এবং মহিলাদের ভাষা, কথা-বলাকে Rapport Talk বলে অভিহিত করেন।

উল্লিখিত তথ্য ও তাত্ত্বিকরা ছাড়াও আরও এক তাত্ত্বিকের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ জুডিথ বাটলার। তিনি বলেন যে আমাদের জেন্ডার বা সামাজিক লিঙ্গ কোন প্রদত্ত বিষয় নয়। তার তত্ত্বে Performativity-র ধারণাটি গুরুত্ব পায় কারণ তিনি মনে করেন আমাদের প্রতিটি পরিচিতি হল এক একটা বিশেষ কাজ সম্পাদনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিটি পরিচিতি সামাজিক নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্মিত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিবিদ্যা : লিঙ্গ ও ভাষা সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে যেদিকগুলো উঠে এসেছে সেগুলি হল এই গবেষণার উদ্দেশ্য রচনায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে। এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলি কী ছিল—

- বর্তমান কলকাতায় বাঙালি নারীদের ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।
- নারীর দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহারে সামাজিক লিঙ্গের প্রভাব সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য এই গবেষণায় প্রধানত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। 80 জন বাঙালি নারীকে যাদের বয়স 18 থেকে 25 বছর (40 জন) ও 30 থেকে 45 বছর (40 জন) একটি সাক্ষাৎকার অনুসূচির দ্বারা মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের কাছে প্রাপ্ত উত্তর যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং গুণগত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে ন্যারেটিভের সহায়তায় উপস্থাপন করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের থেকে প্রাপ্ত উত্তরের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধটিতে কিছু বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান কলকাতায় নারীদের ভাষার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা কিছু নির্দিষ্ট বক্তব্য রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

নারীদের ভাষার ব্যবহার ও কথা বলার ধরন :

এই গবেষণায় উত্তরদাতা নারীদের উত্তরের ভিত্তিতে দেখা গেছে যে নারীদের ভাষার ব্যবহারে ও কথা বলার ধরনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিষ্টতা ও মধুরতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের ভাষাগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে নম্রতা (politeness) বেশি থাকে। একই সঙ্গে নারীদের ভাষায় পরিলক্ষিত হয় পরিশীলিত রূপ যা পুরুষদের ভাষায় অপেক্ষাকৃতভাবে কম লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে রবিন ল্যাকফ (১৯৭৫), উইলিয়াম ল্যাবভ (১৯৬৬)-এর তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যদিও বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। তবুও সাধারণত নারীদের ভাষার ব্যবহারের মধ্যে নিয়ম মেনে চলার প্রবণতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। সমাজ তাদের কাছে যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কথা বলা আশা করে তারা প্রধানত সেই ভাবেই ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এর ব্যতিক্রম থাকলেও সেই সংখ্যাটা খুবই কম কারণ ব্যতিক্রমীদের সমাজ যেভাবে দেখে বা তাদের প্রতি যে রকম আচরণ করে তাতে তারা আরও বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়ে, নিজেদের সমাজ থেকে দূরে মনে করে। সুতরাং সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতিতেই তারা দৈনন্দিন জীবনে ভাষা ব্যবহার করে থাকে। একটি ন্যারেটিভ এ ক্ষেত্রে বিষয়টি বুঝতে আরো বেশি সাহায্য করবে— সংঘমিত্রা (35 বছর, শিক্ষক), তার কথায়— ''আমরা ছোটবেলা থেকে খুব আস্তে কথা বলা, ভালোভাবে কথা বলা শিখে থাকি। বেশি জোরে কথা বললে বা কারোর ওপর জোর দেখিয়ে কথা বললে সেই সব মহিলাদের দজ্জাল বলা হয়। লোকসমাজে ছোট হওয়ার থেকে লোকে আমাদের কাছে যেমন শুনতে চায় সেরকম ভাবে কথা বলাই শ্রেয়।''

- **দৈনন্দিন জীবনে নারীর ব্যবহৃত শব্দ সমূহ**

প্রতিদিনের জীবনে শব্দচয়ন তথা নারীদের কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দ সম্বন্ধে বলতে গেলে এ কথাই উঠে আসে যে শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নারীরা যথেষ্ট পরিমাণ রুচিসম্মত ব্যবহারের পরিচয় দিয়ে থাকেন। একজন উত্তরদাতা গার্গী (25 বছর, ছাত্রী) বলেছিলেন, ''আসলে মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলে অনেক কাজই বা সব কাজই খুব ভেবেচিন্তে করতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই তো তীর্যক মন্তব্যের ঢেউ বয়ে যায় আর আমি কত খারাপ, অশিক্ষিত তাও শুনতে হয়। তাই ছোট থেকে বাড়ি থেকে যা শিখেছি সেটাই মেনে চলার চেষ্টা করি।'' এছাড়া নারীদের মধ্যে আপত্তিজনক শব্দ (abusive) বা গালিগালাজ পূর্ণ ভাষার ব্যবহার তুলনায়

কম। তবে সাম্প্রতিক কালে কিশোরী ও যুবতীদের মধ্যে অনেকাংশেই 'স্ল্যাং' ল্যাঙ্গুয়েজ বা অশ্লীল/আপত্তিজনক ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ কখনোই এই নয় যে নারীরা আগে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করতেন না, বরং বর্তমানে তারা যেকোনো স্থানে খুব স্বভাবজাত ভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে এ ধরনের অমার্জিত অপরিশীলিত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে। অনিতা (21 বছর, ছাত্রী) এ প্রসঙ্গে বলেছিল যে, ''slang ব্যবহার করা এখন একটা চল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার বন্ধুরা প্রায়শই বলে, আমি যদিও খুবই কম এসব বলি। আসলে সবাই বলে ছেলেরা খারাপ কথা বললে কেউ সেরকম কিছু বলেনা কিন্তু আমরা যদি 'শালা, হারামজদা' এ ধরনের অন্য কোন শব্দ বলে থাকি তাহলে তৎক্ষণাৎ আমাদের কড়া তিরস্কার শুনতে হয় এবং আমাদের পরিবার, বেড়ে ওঠা সবকিছু নিয়ে নানা রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।''

সুতরাং ভাষার ব্যবহার ও শব্দ নির্বাচন বা চয়ন নারীর দৈনন্দিন জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া বর্তমানে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নিজেদের মাতৃভাষার প্রতি একটা অনীহা ও প্রধানত ইংরেজি ও কখনও কখনও হিন্দি ভাষা ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। যদিও একথা ঠিক যে ইংরেজির মতো আন্তর্জাতিক ভাষা এখন সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয় তবুও এই গবেষণার উত্তরদাতারা অনেকেই মনে করেন যে মাতৃভাষার প্রাধান্য যেকোনো মানুষের জীবনেই অধিক। নির্দিষ্ট ভাষা ও শব্দচয়নের ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় সম্প্রতি যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। বর্তমানে কলকাতার নারীদের একটা বড় অংশের মধ্যে এমন কিছু শব্দ ব্যবহারের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে যেগুলো আজ থেকে 10 বছর আগেও এতটা ব্যবহৃত হতো না। উদাহরণস্বরূপ উত্তরদাতা বলেছেন যে বাংলাতে ''ব্যাপক, একঘর, চাপ নিস না, ঘেঁটে ঘ, ফাটাফাটি, জমে ক্ষীর, ব্যথা'' ইত্যাদি শব্দগুলি যে অর্থে এখন ব্যবহৃত হয় তা শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। আবার কিছু হিন্দি শব্দ যেমন 'বিন্দাস, ইয়ার' ইংরেজিতে Cool, Dude শব্দগুলি খুবই জনপ্রিয় এবং কম বয়সী মেয়ে তথা ছেলে ও মেয়ের উভয়ের মধ্যেই অধিক ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

- **নারীর দৈনন্দিন জীবনে আলোচিত বিষয় সমূহ**

নারীর ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় শুধুমাত্র কথা বলার ধরন বা শব্দচয়ন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেই সঙ্গে প্রতিদিনের জীবনে তাদের আলোচনায় বা কথাবর্তায় কি কি বিষয় সমূহ প্রাধান্য পায় সেই বিষয়টির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত উত্তর থেকে লক্ষ্য করা যায় যে নারীদের মধ্যে প্রধানত পরিবারকেন্দ্রিক আলোচনা, ব্যক্তিগত জীবন, রান্নাবান্না, সাজগোজ, কাপড়-জামা, গয়নাগাটি ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা অনেক বেশি হয়। উত্তরদাতারাও একথা বলেছেন যে তারা 'গসিপ' করতে বা গল্প করতে, মতান্তরে আড্ডা দিতে যথেষ্ট পছন্দ করেন। তবে এই 'গসিপ'কে খুব অবাঞ্ছিত, জরুরি নয় এরকম মনে করা হয় এবং সেই কারণে নারীদের অনেক সময় অন্যের তিরস্কার ও হাসির খোরাক হয়ে উঠতে দেখা যায়। এক্ষত্রে প্রখ্যাত সমাজভাষাবিজ্ঞানী ডেবরা ক্যামেরনের নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। তিনিও 1994-95 সালে প্রকাশিত তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছিলেন যে নারীদের মধ্যে gossip ও পুরুষদের মধ্যে sports talk অধিক জনপ্রিয়, প্রচলিত।

- **নারীর ভাষায় সামাজিক লিঙ্গর প্রভাব**

নারীর দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নারীর ভাষার ব্যবহারে লিঙ্গ বা জেন্ডার কিভাবে এবং কতটা প্রভাব বিস্তার করে সেই বিষয়ক এই গবেষণায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। উত্তরদাতারা মনে করেন যে নারী পুরুষ ভেদে পৃথক সামাজিকীকরণ, পৃথক ভাষা শিক্ষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। নারীদের জোরে কথা না বলা, বেশি কথা না বলা এ ধরনের নির্দেশগুলি পরিবারের পুরুষরা নয় অন্যান্য নারীরাই অধিক বলে থাকেন। আর ভাষার ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই এক বৈষম্য সৃষ্টি করে যার ফলে পৃথক gender identity বা লিঙ্গভিত্তিক পরিচিতি গড়ে ওঠে। মেয়েরা সব কিছু করতে পারে না, তাদের বেশি পড়াশোনার প্রয়োজন নেই, তাদের প্রকৃত স্থান রান্নাঘরে— এধরনের মন্তব্য প্রকৃতপক্ষে নারীদের প্রান্তিকীকরণ বা Marginalization-এই ইন্ধন যোগায়। আসলে বৈষম্য যে সবসময় একইরকম ভাবে হয় তা নয়। শুধুমাত্র আপত্তিজনক শব্দ ব্যবহার করলেই বৈষম্য হয় না। ভাষার সামগ্রিক ব্যবহার, কথা বলার ধরন এইসব কিছুই এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে অনেকটা অধঃস্তন করে রাখে। এই পিতৃতন্ত্র শুধু বাবা, দাদা, ভাই, স্বামী বা ছেলে সন্তানদের মাধ্যমে নয়। তাদের পরিবারের নারীদের মধ্যে দিয়েও নিজেদের অবদমনমূলক ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

নারীদের ভাষার ব্যবহারে অভ্যন্তরীণ পার্থক্য

এই শেষ পর্যায়ে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো সব নারী কি পৃথিবীর সর্বত্র এক? পৃথিবীর সব নারীদের ভাষা কি সর্বত্র এক? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ পুনরায় একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করা আবশ্যক। 1989 সালে বিখ্যাত নারীবাদী তাত্ত্বিক কিম্বার্লি ক্রমশ intersectionality তত্ত্বও প্রবর্তন করেন। তিনি মনে করতেন নারীরা কখনোই একটি homogeneous category নয়। তাদের মধ্যে শ্রেণী, জাত, ধর্ম, বংশ, বর্ণ, অক্ষমতা, যৌনতা, প্রভৃতির ভিত্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। এই কারণেই নারীদের ভাষা সর্বত্র এক হয় না বা সব নারীদের ভাষাও কখনই এক নয়। সামাজিক নানা প্রক্রিয়া, পরিবর্তন-এর উপাদানের ভিত্তিতে এদের ভাষায় বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

আমরা যদি সামাজিক শ্রেণীর প্রেক্ষিতে আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যারা সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণী তাদের মহিলাদের মধ্যে অনেকাংশেই একটা রুক্ষতা দেখা যায়, তা সে কথা বলার ধরণ হোক বা শব্দচয়ন হোক। এর একটা প্রধান কারণ রূপে বলা যায় এদের মধ্যে হয়তো প্রকৃত শিক্ষার অভাব ভাষায় ও কথায় রুক্ষতা, শুষ্কতার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত শিক্ষা, পারিবারিক ঐতিহ্য মানুষকে অনেক সংযমী ও পরিমার্জিত হতে শেখায় যা, এই নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এই মানুষরা সাধারণত ছোট থেকে যা দেখে, যা শেখে সেগুলোই বড় হয়ে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে থাকে। "Non standard variety of language" ব্যবহারের প্রবণতা এদের মধ্যে অনেক বেশি

থাকে। এছাড়া তাদের দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহির্জগতের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সাক্ষাতের মধ্যে দিয়ে জীবন যুদ্ধের লড়াই বজায় থাকে এবং নিজেদের কঠিন জীবন, কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে মোকাবিলা করতেই এদের ভাষার মিষ্টতা চলে গিয়ে এক কঠোর ও রূঢ় বাস্তব উপস্থিত হয়, যেখানে তথাকথিত পরিমার্জিত ও পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার ততটা দেখা যায়না। উপরন্তু, সমাজের বাকি মানুষদের মধেও একটা বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হয়ে যায় যে এই সমস্ত নারী তথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়ের মধ্যেই এইরকম কর্কশ, রূঢ় ও অপরিশুদ্ধ প্রকৃতির ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। এমনকি আপত্তিজনক শব্দ ব্যবহারে তারা দ্বিধাবোধ করেন না। তাদের কাছে এটাই স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় এবং সেই কারণে সচরাচর ভাষার কারণে তাদের প্রান্তিকীকরণ বা একঘরে করার প্রবণতাও কম। কিন্তু বাস্তবে আরেকটি কঠোর সত্য হলো এই যে আমাদের সমাজে তথাকথিত শিক্ষিত নারীদের মধ্যে (যাদের সামাজিক অবস্থান তুলনায় ভাল) অপরিশীলিত ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলে সমাজ তাদের দিকে আঙ্গুল তুলে, তাদের পরিবার, শিক্ষা এবং এমনকি সামাজিকীকরণ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সুতরাং নারীদের ভাষার ব্যবহারে শ্রেণীর ভিত্তিতে ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ের ভিত্তিতে বিভিন্নতা ও বৈষম্যের উদ্ভব হয় যা ভাষার মাধুর্য, কোমলতাকে অনেকাংশেই ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে।

পরিশেষে উপসংহারে বলা যায় যে, লিঙ্গ ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় এক পারস্পরিক প্রভাব সমন্বিত সম্পর্ক দেখা যায়। একদিকে যেমন ভাষার মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বা সামাজিক লিঙ্গ নির্মিত হয় তেমনই ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে লিঙ্গের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বর্তমান। তবে এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা যায় যে নারীদের ভাষা বলে হয়তো আলাদা কিছু হয় না, ভাষা সবার ক্ষেত্রে একই থাকে, তার নির্যাস ও গুরুত্ব একই। পার্থক্য দেখা যায় তার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিকে। যেভাবে নারী ও পুরুষ কথা বলে, যে ভাষা বা শব্দ তারা ব্যবহার করে, তার মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা যায় এবং তার বেশিরভাগটাই হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আমাদের শৈশব থেকে লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিকীকরণের জন্য। সুতরাং একুশ শতকের কলকাতায় বাঙালি নারীদের ভাষার যে চিত্র এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে তা যে শুধুমাত্র কলকাতার চিত্র তা নয়। ভারতের সর্বত্রই হয়তো এই একই ছবি দেখা যায় কিন্তু নারী ও তার ভাষা গবেষণায় গুরুত্ব কম পেয়েছে এবং পায় বলে এই বিষয়গুলি তথাকথিত অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করা হয়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এরকম বহু বিষয় প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা। আমাদের সমাজতাত্ত্বিক কল্পনাই (sociological imagination) একমাত্র আমাদের চিন্তা ভাবনার পরিধিকে প্রসারিত করতে পারে এবং আমাদের বিষয়টিকেও আরো সুবিস্তৃত ও সম্প্রসারিত করতে পারে। তাই এ ধরণের বিষয় নিয়ে আরো গভীর চর্চা ও গবেষণা করা একান্ত আবশ্যক কারণ— “Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow”.

Oliver wendell Holmes SR.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. একার্ট, পেনেলোপে ও স্যালী ম্যাক, কলেন গিনেট (২০০৩) ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জেন্ডার, কেমব্রিজ, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

২. কোট্স, জেনিফার (২০০৪), উওমেন, মেন অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আ সোসিউলিঙ্গুইস্টিক অ্যাকাউন্ট অফ জেন্ডার ডিফারেন্সেস ইন ল্যাঙ্গুয়েজ, গ্রেটব্রিটেন: পিয়ারসন এডুকেশন লিমিটেড।

৩. কোবলে, পল (২০০১), ন্যারেটিভ— দ্য নিউ ক্রিটিকাল ইডিয়াম, অক্সন: রাউতলেজ।

৪. ক্রেনশও, কিম্বারলে (১৯৯১) 'ম্যাপিং দ্য মার্জিন ইন্টারসেক্সনালিটি, আইডেনটিটি পলিটিক্স্ অ্যান্ড ভায়োলেন্স এগেন্সট্ উইমেন অফ্ কালার, স্ট্যানফর্ড ল রিভিউ, ৪৩ (৬): পৃ: ১২৫৯-১২৯৯।

৫. ক্রেসওয়েল, জন ডাব্লু (২০১১) রিসার্চ ডিজাইন: কোয়ালিটেটিভ কোয়ানটিটেটিভ, অ্যান্ড মিক্সড মেথডস্ অ্যাপ্রোচেস, নিউ দিল্লী: সেজ পাবলিকেশন্স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড।

৬. টার্নার, জনাথন এইচ (২০১৩) থিওরিটিকাল সোসিওলজি ১৮৩০ টু দ্য প্রেজেন্ট, থাউজেনড ওক্স্ সেজ।

৭. ট্যালবট, মেরী (২০১০) ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড জেন্ডার, ২য় সংস্করণ, কেমব্রিজ পলিটি প্রেস।

৮. বসু, অভ্র (২০০৯), বাংলা স্ল্যাং - সমীক্ষা ও অভিধান, (কলকাতা) প্যাপিরাস।

৯. বসুদত্ত, শর্মিলা (২০১১): 'নারীর জগৎ ও নারীর উপভাষা' - বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত নারী পৃথিবী: বহুস্বর। কলকাতা: ঊর্বী প্রকাশ।

১০. বুচল্টজ, মেরী (সম্পাদিত) (২০০৪) ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড উওমেন'স প্লেস - টেক্সট্ কমেন্টারিজ, অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

১১. হোম্স, জ্যানেট (১৯৯৫), উওমেন, মেন অ্যান্ড পোলাইটনেস। হারলো: লংম্যান।

ওয়েবসাইট:

১। goliath. ecnext.com/.../Robin-Tolmach-Lakoff-edited-by.html-visited on 26.08.2018

২। www.eriding.net/amroore/long/gender.html-visited on 21.06.2019

প্রবন্ধটি, ৪/৮/২০২০-তে বাসন্তীদেবী কলেজ, কুলতলি বি. আর. আম্বেদকর কলেজ এবং উভয় কলেজের IQAC-এর সম্মিলিত প্রয়সে আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রদত্ত বক্তৃতার লিখিত রূপ।